গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়
মণিরামপুর, যশোর

www.acl.manirampur.jessore.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-৩১.৪৪.৪১৬১.০৬১.০৪.০০২.২৪. তারিখঃ ১৬/০১/২০২৪ খ্রিঃ

সাধারণ আবেদনে ১৪৩১ বঙ্গাব্দে জলমহাল ইজারা প্রদানের বিজ্ঞপ্তি

ভূমি মন্ত্রণালয়ের, সায়রাত-১ অধিশাখার ০২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯ (অংশ-২).৬৬২ নম্বর প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাধারণ আবেদনে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মণিরামপুর উপজেলার ২০ (বিশ) একরের নিম্নে আয়তন বিশিষ্ট নিম্নবর্ণিত বদ্ধ জলমহাল বাংলা ১৪৩১-১৪৩৩ সন পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছরের জন্য উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা প্রদান করা হবে। সাধারণ আবেদনের আওতায় ইজারা লাভের জন্য কোন আগ্রহী সমিতিকে নিম্নোক্ত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত আবেদন ফরমে আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ সরাসরি jm.lams.gov.bd এই ওয়েবসাইটে ০৯ মাঘ থেকে ০৩ ফাল্গুনের (ইংরেজি ২৩ জানুয়ারি হতে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে। ০৩ ফাল্গুন থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর কার্যালয়, মণিরামপুর, যশোর অথবা সহকারী কমিশনার (ভূমি), মণিরামপুর, যশোর এর কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। বিস্তারিত তথ্যাদি jm.lams.gov.bd হতে জানা যাবে। জলমহালের তথ্যসমূহ :

জলমহালের তথ্যসমূহঃ

ক্রঃ নং	ইউনিয়নের নাম	জলমহালের নাম	জলমহালের আয়তন	বার্ষিক ইজারা মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
০১	চালুয়াহাটি	হায়াতপুর পুকুর	১.৭২ একর (কম/বেশি)	৮,৫২৫/-	বিজ্ঞ আদালতে কোন চলমান মামলায় কোন আদেশ থাকলে সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
০২	চালুয়াহাটি	চালুয়াহাটি পুকুর	০.৬৬ একর (কম/বেশি)	২,৩১০/-	
০৩	খেদাপাড়া	জালালপুর পুকুর	০.৪০ একর (কম/বেশি)	১,১০০/-	

শর্তাবলী

১। নিদিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবিদের সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, সে সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবেন। কোন সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবি ব্যতিত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবি নহে, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবেনা। কোন ব্যক্তি বা নিবন্ধনহীন সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না। নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। জলমহালের নিকটবর্তী/ তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবি সংগঠন/ সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে।

২। কোনো মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি পাওয়া না গেলে সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা অনুকরণের কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট জলমহালের চারপাশে নিকটবর্তী অবস্থানে বসবাসরত (ক) বেকার যুবক (খ) মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান (গ) যুব মহিলা (ঘ) বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্তা (ঙ) আনসার ভিডিপি ও গ্রাম পুলিশ সদস্য (চ) দরিদ্র ও অসচ্ছল ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত ও সমবায় অধিদপ্তর কিংবা সমাজসেবা অধিদপ্তরের স্থানীয় অফিসে নিবন্ধিত একক সমিতি সংশ্লিষ্ট জলমহাল ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারার আবেদন করতে পারবে।

৩। বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভূক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মণিরামপুর, যশোর এর অনুকূলে জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সহিত দাখিল করবেন। লীজ প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে।

৪। কাঙ্ক্ষিত ইজারা মূল্যের কম মূল্য কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্য হবেনা।

৫। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ ইজারা প্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি প্রথম বছরের-সাকুল্য ইজারা মূল্য, ১৫% ভ্যাট এবং ১০% আই টি সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে নির্ধারিত কোডে জমা প্রদান করবেন। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জলমহালের দখল নির্বাচিত ইজারাদারকে বুঝিয়ে দেয়া হবে।

৬। আবেদনকারী মৎস্যজীবি সংগঠন বা সমিতির কার্যকর সম্পর্কিত প্রমাণস্বরুপ জেলা/উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/ সমজাসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র অনলাইন আবেদনের হার্ডকপির সাথে জমা দিতে হবে।

৭। আবেদন দাখিলের পূবেই সরেজমিনে জলমহালের তফসিল, অবস্থান ও আয়তন যাচাই করে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবেনা।

৮। যে সকল মৎস্যজীবি সংগঠন সমিতি এর নিকট কোন জলমহালের ইজারার অর্থ বকেয়া আছে/সার্টিফিকেট মোকদ্দমা/ অন্য মোকদ্দমা রুজু করা হয়েছে সে সকল সংগঠন/সমিতি দরপত্র কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে পারবেনা।

৯। কোনক্রমেই জলমহাল সাব-লীজ দেয়া যাবেনা। সাব-লীজ দেয়া হলে ইজারা বাতিলসহ জমাকৃত সমুদয় অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। উক্ত লীজ গ্রহিতা মৎস্যজীবি সংগঠন/ সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেনা।

১০। জলমহাল ইজার মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময় জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারা মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং একই বছরের ৩০ শে চৈত্র তারিখে তা শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারী খাতে জমা হবে। ইজারা প্রাপ্ত সমিতি/সংগঠন পাবেনা।

১১। ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহিতার কোন প্রকার দাবী/ অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা যাবে না।

১২। ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবেনা। রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবেনা। বর্ষা মৌসুমে ইজারাকৃত জলমহাল প্লাবন ভূমি সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রুপ নিলে ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের/জলমহালের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

১৩। কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতি এর অনুকূলে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) টি জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে।

১৪। সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯সহ ইজারা সংক্রান্তে সকল নীতিমালা/বিধি-বিধান পরিপত্র মেনে চলতে হবে অন্যথায় ইজারা বাতিলসহ জমাকৃত সমুদয় অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৫। কর্তৃপক্ষ যে কোন কিংবা সকল আবেদন কোন কারণ দর্শানো ব্যাতিরেকেই গ্রহণ কিংবা বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

১৬। উপরোক্ত শর্তাবলী ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে জানা প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট অফিস হতে জানতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(জাকির হোসেন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
মণিরামপুর, যশোর।

সবি-০৫/২৩ (৪x১৪")